

মনসী চরিত্র

বিপ্লবী সমাজ সংস্কারক মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহাব নাজদী (রহঃ)

নূরুল ইসলাম*

পূর্বাভাষ:

হিজরী দ্বাদশ শতাব্দীতে মুসলিম জাহানের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। মূর্খতা, চারিত্রিক ও নৈতিক অধঃপতন মুসলিম সমাজকে অষ্টোপাসের ন্যায় আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছিল। মানুষের মাঝ থেকে নীতি-নৈতিকতা ও ইলমের জ্যোতি বিদূরিত হবার ফলে মুসলিম উম্মাহ অন্ধকারের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হয়ে গ্রাহি গ্রাহি ডাক ছাড়ছিল। নামধারী মুসলিম শাসকরা ছিল চরম স্বৈরাচারী ও ভোগ-বিলাসে আকর্ষিত নিমজ্জিত। শাসকদের অযোগ্যতা ও অদক্ষতার দরুণ সাম্রাজ্যে শান্তির সোনার হরিণ যেন নিভৃতে নির্জনে গুমরে মরছিল। হত্যা, লুণ্ঠন, ছিনতাই বেড়েই চলছিল। শাসকদের অত্যাচার এমন চরমে পৌছেছিল যে, সে সময়-

نه كوئى غنچه مسكرا سكتا لها اورنه شبنم
روسكتى تهمى

‘হাসত না কাননে ফুলকলি, আর ঝরাতনা শিশির কণা অশ্রুধারা’।

ধর্মীয় অবস্থাও ছিল অত্যন্ত বেদনাদায়ক। খৃষ্টান লেখক Lothrop Stoddard এ সময়কার মুসলমানদের ধর্মীয় অবস্থার এক নিখুঁত চিত্র একেছেন তার The new world of Islam (حاضر العالم الإسلامي) শিরোনামে আরবীতে অনুদিত) গ্রন্থে। তিনি বলেন- ‘সে যুগে ধর্ম শিরক-বিদ’আতের জগন্দল পাথরের নীচে চাপা পড়েছিল। ফলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মানুষদেরকে যে নির্ভেজাল একত্ববাদের শিক্ষা প্রদান করেছিলেন, তাকে তাছাউফের খোলস ও ভ্রান্ত আকীদাহ ঢেকে ফেলেছিল। মসজিদগুলি মুহল্লী শূন্য হয়ে পড়েছিল। সমাজে মূর্খ ফকীর দরবেশের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল। তারা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে কাঁধে তাবীয-কবয ও তসবীহ ঝুলিয়ে গমন করে জনসাধারণকে বাতিল আকীদাহ ও সংশয়ের গোলক ধাঁধায় ফেলে দিয়েছিল। তাছাড়া তারা মানুষদেরকে ওলী-আওলিয়ার কবর ঘিয়ারত করা ও মৃত ব্যক্তিদের শাফা’আত বা সুপারিশ গ্রহণে উৎসাহ দিত। মানুষের মাঝ থেকে কুরআনের শিক্ষা ও মাহাত্ম্য বিদূরিত হয়ে গিয়েছিল। ফলে তারা মদ ও আফিম পানে মত্ত হয়ে পড়েছিল।

* ২য় বর্ষ, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

চতুর্দিকে পাপাচার ব্যাপকহারে ছড়িয়ে পড়েছিল। ছিল না লজ্জা-শরমের কোন বালাই। মক্কা ও মদীনার অবস্থাও ছিল তথৈবচ। যে পবিত্র হজ্জকে রাসূল (ছাঃ) সামর্থ্যবান মুসলমানদের উপর ফরয সমূহের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন, তা নিকৃষ্ট অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল।

মোম্বাক্ষাঃ ইসলাম ধর্মের প্রাণশক্তি প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। সে যুগে যদি স্বয়ং রাসূল (ছাঃ) পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করতেন এবং ইসলামের এহেন নাজুক অবস্থা প্রত্যক্ষ করতেন, তবে অবশ্যই ক্রোধে ফেটে পড়তেন এবং মুসলমানদের মধ্যে যারা ভর্ৎসনার যোগ্য তাদেরকে ভর্ৎসনা করতেন। তেমনি মুরতাদ (ধর্মদ্রোহী) ও মূর্তি পূজকরাও হ’ত তিরস্কৃত।^১

হিজরী দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইসলাম জগতের বিশেষতঃ পবিত্র স্থান সমূহের যে অবস্থা ছিল, উপরোল্লিখিত আলোচনা হ’তে তার কিঞ্চিৎ আভাষ পাওয়া গেল। কিন্তু আরব উপদ্বীপের কেন্দ্রভূমি নাজদের অবস্থা তখন এর চেয়েও অধিক শোচনীয় ছিল। অতি সহজ করে বললেও বলতে হয় যে, নাজদবাসীর নৈতিক পতন সীমা অতিক্রম করে গিয়েছিল। তাদের সমাজে ভাল-মন্দের কোন মানদণ্ডই ছিল না। শতাব্দী ব্যাপী শিরক ও বিদ’আতে লিপ্ত থাকায় শিরকী আকীদাহ সমূহ তাদের অন্তরে এরূপ বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, তাদের একটি বৃহৎ অংশ সেই সমস্ত অনাচারকেই আসল ধীন বা প্রকৃত ইসলামী আকীদাহ বলে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছিল এবং সত্য-মিথ্যার বিচার-বিবেচনা ছাড়াই তারা তাদের পূর্বপুরুষদের অনুসৃত নীতি-নৈতিকতা হ’তে নড়াচড়া করতে আদৌ প্রস্তুত ছিল না।^২

শিরক ও বিদ’আত নাজদে ব্যাপকহারে বেড়ে গিয়েছিল। মানুষেরা যাদুকর ও গণকদের কাছে গিয়ে নানাবিধ প্রশ্ন করত এবং তাদের কথাকে সত্য বলে জ্ঞান করত। কবর, গাছ, পাথর, গুহা ইত্যাদি পূজা চলছিল নির্বিঘ্নে।^৩ সেখানে কতিপয় ছাহাবীর নামে বেশ কিছু ভূয়া কবর গড়ে উঠেছিল। ‘জাবীলা’য় যায়দ বিন খাদ্বাব (রাঃ)-এর কবর ছিল। তাঁর কবরে গিয়ে লোকেরা মিনতি করত এবং তাদের প্রয়োজন পূরণের জন্য ফরিয়াদ জানাতো। ‘দিরঈয়া’তেও

১. Lothrop Stoddard, হাযেরুল আলাম আল-ইসলামী মূলঃ The new world of Islam, ইংরেজী থেকে আরবীতে রূপান্তরঃ অধ্যাপক উজ্জ্বল নুওয়াইহেয, প্রয়োজনীয় অধ্যায়, টীকা ও ব্যাখ্যা সংযোজনঃ আমীর শাকীব আরসালান, (বৈরুতঃ দারুল ফিকর, চতুর্থ প্রকাশঃ ১৩৯৪ হিঃ/১৯৭৩ খঃ), ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫৯-২৬০।

২. আল্লামা মাসউদ আলম নাদভী, মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহাবঃ এক মাযলুম আওর বদনাম মুছলেহ, অনুবাদঃ মুনতাসির আহমাদ রহমানী, শায়খ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহাব (প্রকাশিকাঃ উম্মে ফাতেমা তৈয়েবুনুসসা রহমানী, ১৪৩/১, দক্ষিণ কমলাপুর, ঢাকা-১৭, প্রথম সংস্করণঃ ১৯৮৩ ইং), পৃঃ ৮।

৩. শায়খ আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন বায, মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহাবঃ দা’ওয়াতুহ ওয়া সীরাতুহ (সউদী আরবঃ দারুল ইফতা, দ্বিতীয় প্রকাশঃ ১৪১১ হিঃ), পৃঃ ২৫।

কোন কোন ছাহাবীর নামে সংযুক্ত কবর ছিল। এর চেয়েও আশ্চর্যের কথা এই যে, ‘মানফুহা’ নগরীতে সন্তান-বধিতা স্ত্রীলোকেরা সন্তান লাভের আশায় পুরুষ খেজুর বৃক্ষের সাথে আলিঙ্গন করত। দিরঈয়াতে একটি গুহা ছিল সেখানেও মানুষেরা নিজেদের মনস্কামনা পূরণের জন্য গমন করত। কারণ তাদের ধারণা ছিল, কতিপয় দুষ্টিকারীর নির্যাতন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য জনৈক বাদশাহর পলায়নকৃত মেয়ে এই গুহার নিকট আশ্রয় পেয়েছিল। ‘গোবায়রা’ উপত্যকায় ঘেরার বিন আযূর-এর কবর শিরকের রমরমা আড্ডাখানায় পরিণত হয়েছিল।^৪

দুঃখের বিষয় এই যে, এসব গর্হিত কাজ চলছিল ধর্মের নামে। এগুলির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার মত সাহস কোন আলেমের ছিল না। মানুষ পার্থিব মায়া-মমতার বেড়া জালে জড়িয়ে পড়েছিল।^৫

নাজদের রাজনৈতিক অবস্থাও ছিল ভয়াবহ। সেখানে ছিল না কোন আইন-কানূনের বালাই। আমীর ও পদস্থ কর্মচারীদের খেয়াল-খুশি মত চলত রাষ্ট্র। নাজদ তখন কতিপয় অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক অঞ্চলের একজন আমীর বা শাসক ছিল। এক অঞ্চলের আমীরের সাথে অন্য অঞ্চলের আমীরের কোন সদ্ভাব-সম্প্রীতি ছিল না। পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহ, বিবাদ-বিসম্বাদ লেগেই থাকত।^৬

মুসলিম উম্মাহর এহেন দুর্দিনে নাজদের আকাশে উদিত হ’ল এক নব শশী। সেই নব শশী হচ্ছেন বিশ্ববিখ্যাত বিপ্লবী সমাজ সংস্কারক শায়খুল ইসলাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্‌হাব নাজদী (রহঃ)।

জন্ম ও বংশীয় ঐতিহ্য:

মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্‌হাব ১১১৫ হিজরী মোতাবেক ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে বর্তমান সউদী আরবের রাজধানী রিয়ায় নগরীর উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত ‘উয়ায়না’ (عَيْنَةُ) অঞ্চলের বিখ্যাত তামীম গোত্রের একটি শাখা বানু সিনান বংশে জন্মগ্রহণ করেন।^৭ উয়ায়না অঞ্চলটি নাজদ প্রদেশের অন্তর্গত। রিয়ায় ও উয়ায়নার মাঝে দূরত্ব প্রায় ৭০

কিলোমিটার।^৮ বর্তমানে উয়ায়না অঞ্চলকে ‘বালাদুশ শায়খ’ও বলা হয়।^৯ শায়খের পূর্ণ বংশ পরম্পরা হচ্ছে- মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্‌হাব বিন সুলাইমান বিন আলী বিন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন রাশেদ বিন বুরাইদ বিন মুশাররফ আন-নাজদী আত-তামীমী।^{১০} উল্লেখ্য, মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্‌হাব-এর পূর্বে তাঁর গোত্র ‘আলে মুশাররফ’ নামে অভিহিত ছিল। বর্তমানে ‘আলে শায়খ’ নামে অভিহিত হয়ে থাকে।^{১১}

ইলমী দিক দিয়ে শায়খ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্‌হাব-এর বংশ ছিল গৌরবের অধিকারী। তাঁর পিতা আবদুল ওয়াহ্‌হাব ছিলেন দেশের নেতৃস্থানীয় আলেম। তিনি ফিক্‌হ শাফ্‌ই পণ্ডিতের অধিকারী ছিলেন। বিভিন্ন স্থানে বিচারক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। শায়খের দাদা সুলাইমানও নাজদের বিখ্যাত আলেম ছিলেন। নাজদের আলেমগণ কোন সমস্যার সম্মুখীন হ’লে তাঁর নিকট হ’তেই সমাধান গ্রহণ করতেন। তিনি ফিক্‌হ শাফ্‌ই বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। হজ্জের মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কিত একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থও রচনা করেছিলেন। তাঁর কাছে অনেক শিক্ষার্থী ইলমে ধীন শিক্ষা করেন। তাছাড়া শায়খের চাচা ইবরাহীমও একজন অসাধারণ প্রতিভাবান আলেম ছিলেন। ইবরাহীমের পুত্র আবদুর রহমানও একজন ফিক্‌হ বিশারদ আলেম ও সুসাহিত্যিক ছিলেন।^{১২}

শৈশবকাল ও প্রাথমিক শিক্ষা:

বাল্যকাল হ’তেই শায়খ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্‌হাব প্রখর ধীশক্তির অধিকারী ছিলেন। পিতার হাতেই শায়খের হাতেখড়ি হয়। দশ বৎসর বয়স অতিক্রম করার পূর্বেই কুরআন মাজীদ হিফয (মুখস্থ) সম্পন্ন করেন।^{১৩} তিনি স্বীয় পিতার নিকট তাফসীর, হাদীছ ও ফিক্‌হ শাফ্‌ই অধ্যয়ন করেন।^{১৪} অধ্যয়নকালে পিতা স্বীয় পুত্রের মেধাশক্তি এবং বিচক্ষণতা লক্ষ্য করে মুগ্ধ হ’তেন। তিনি বলেছেন, ‘মুহাম্মাদের অধ্যয়নকালে তাঁর বিচক্ষণতা ও ব্যাপক অভিজ্ঞতা দ্বারা তিনি নিজেও উপকৃত হয়েছেন’। শায়খ আবদুল ওয়াহ্‌হাব তার পুত্রের জ্ঞান প্রতিভায় এক্রপ

৮. মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্‌হাবঃ দা’ওয়াতুহু ওয়া সীরাতুহু, পৃঃ ২০-২১।

৯. মাসউদ আলম নাদভী, প্রাণ্ডজ, পৃঃ ১১।

১০. ছালেহ বিন ফাওয়ান বিন আবদুল্লাহ ফাওয়ান, মিন মাশাহীরিল মুজাদ্দিদীন ফিল ইসলাম শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ ওয়া শায়খুল ইসলাম মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্‌হাব (সউদী আরবঃ দারুল ইফতা, ১৪০৮ হিঃ), পৃঃ ৫৬।

১১. মাসউদ আলম নাদভী, প্রাণ্ডজ, পৃঃ ১২।

১২. হাকীকাতু দা’ওয়াতিশ শায়খ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্‌হাব, পৃঃ ১৬; মিন মাশাহীরিল মুজাদ্দিদীন ফিল ইসলাম, পৃঃ ৫৬; মাসউদ আলম নাদভী, প্রাণ্ডজ, পৃঃ ১১-১২।

১৩. মিন মাশাহীরিল মুজাদ্দিদীন ফিল ইসলাম, পৃঃ ৫৬।

১৪. আল-মাওসু’আতুল মুয়াসসারাহ ফিল আদয়ান ওয়াল মাযাহেব আল-মু’আছিরাহ (রিয়াজঃ আন-নাদওয়াতুল আলামিহিয়া লিশ-শাবাবিল ইসলামী, দ্বিতীয় প্রকাশঃ ১৪০৯ হিঃ/১৯৮৯ খৃঃ), পৃঃ ২৭৩।

৪. আহমাদ বিন হাজার বিন মুহাম্মাদ আলে আবু তামী আলে ইবনে আলী, শায়খ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্‌হাবঃ আকীদাতুহু আস-সালাফিহিয়া ওয়া দা’ওয়াতুহু আল-ইছলাহিহিয়া ওয়া ছানাউল ওলামা আলাইহে (সউদী আরবঃ দারুল ইফতা, ১৩৯৩ হিঃ), পৃঃ ১১।

৫. মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্‌হাবঃ দা’ওয়াতুহু ওয়া সীরাতুহু, পৃঃ ২৫।

৬. শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্‌হাবঃ আকীদাতুহু আস-সালাফিহিয়া ওয়া দা’ওয়াতুহু আল-ইছলাহিহিয়া ওয়া ছানাউল ওলামা আলাইহে, পৃঃ ২০।

৭. ডঃ মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ সালমান, হাকীকাতু দা’ওয়াতিশ শায়খ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্‌হাব (সউদী আরবঃ ওয়ায়াতুত তা’লীম আল-আলী জামে’আতুল ইমাম মুহাম্মাদ বিন সউদ আল-ইসলামিহিয়া, ১৪১৪ হিঃ/১৯৯৩ খৃঃ), পৃঃ ১৫; আবদুল মওদুদ, ওহাবী আন্দোলন (ঢাকাঃ আহমদ পাবলিশিং হাউস, ৪র্থ প্রকাশঃ ১৯৯৬), পৃঃ ৭৬।

মাসিক আত-তাহরীক ১৫ বর্ষ ১ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ১৫ বর্ষ ১ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ১৫ বর্ষ ১ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ১৫ বর্ষ ১ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ১৫ বর্ষ ১ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ১৫ বর্ষ ১ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ১৫ বর্ষ ১ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ১৫ বর্ষ ১ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ১৫ বর্ষ ১ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ১৫ বর্ষ ১ম সংখ্যা

প্রভাবিত হয়েছিলেন যে, অল্প বয়সের বালক হ'লেও তিনি ইমামতি করার জন্য তাকেই এগিয়ে দিতেন। শায়খ মুহাম্মাদ তরুণ বয়সেই দাম্পত্য বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং হজ্জ পর্বও সমাধা করেন। এই সময়ে তিনি দুই মাসকাল মদীনায় অবস্থান করে উয়ায়নায় প্রত্যাবর্তন করতঃ পুনরায় পিতার নিকট জ্ঞান আহরণে মনোনিবেশ করেন। প্রয়োজনীয় নোট গ্রহণ ও তথ্যমূলক পুস্তকাদি তিনি একরূপ নিষ্ঠার সাথে নকল করতেন যে, একই বৈঠকে বিশ-পঁচিশ পৃষ্ঠা লিখে তবেই উঠতেন।^{১৫}

বাল্যকালেই শায়খ মুহাম্মাদ তাফসীর, হাদীছ ও আকাঈদ সংক্রান্ত গ্রন্থের প্রতি ঝুঁকে পড়েন। তিনি এসব বিষয়ে প্রচুর অধ্যয়ন করতেন। বিশেষ করে বাল্যকাল হ'তেই তিনি দুই জগদ্বিখ্যাত মনীষী ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ ও তদীয় ছাত্র ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ)-এর গ্রন্থগুলিকে অধিক গুরুত্ব দিতেন এবং মনোযোগ দিয়ে অধ্যয়ন করতেন।^{১৬} এর ফলে বাল্যকাল হ'তেই তাঁর মাঝে বিশুদ্ধ আক্বীদাহ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।^{১৭} এভাবে খাটি ধর্মীয় পরিবেশে শায়খ লালিত-পালিত হ'তে থাকেন।

উচ্চশিক্ষা অর্জনের জন্য বিদেশ-বিভূঁইয়ে পাড়িঃ

জগদ্বিখ্যাত মনীষীদের জীবনী অধ্যয়ন করলে এ সত্য গোচরীভূত হয় যে, তাঁরা জ্ঞান সমুদ্রের মণি-মুক্তা আহরণের জন্য বিদেশ-বিভূঁইয়ে পাড়ি জমিয়েছেন। শায়খ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্‌হাব-এর বেলায়ও এ রীতির ব্যত্যয় ঘটেনি। উচ্চশিক্ষার উদগ্র বাসনা তাঁকে বিদেশ-বিভূঁইয়ে পাড়ি জমাতে উদ্বুদ্ধ করে। শায়খ মুহাম্মাদ স্বীয় পিতার নিকট পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জনের পর উচ্চ শিক্ষার্থে প্রথমে মক্কায় গমন করে দ্বিতীয়বার হজ্জ সমাপন করেন এবং সেখানকার কতিপয় আলেমের নিকট জ্ঞান অর্জন করেন। অতঃপর মদীনার দিকে রওয়ানা হন। তথায় কিছুকাল অবস্থান করে সেখানকার অভিজ্ঞ ও খ্যাতিসম্পন্ন আলেমগণের খিদমতে হাযির হন এবং উচ্চশিক্ষা লাভে গভীর মনোনিবেশ করেন। নাজদের 'মাজমা'আহ' নামক স্থানের বিখ্যাত ও নেতৃস্থানীয় আলেম শায়খ আবদুল্লাহ বিন ইবরাহীম বিন সাযফ নাজদী তখন স্থায়ীভাবে মদীনায় অবস্থান করছিলেন।^{১৮} শায়খ মুহাম্মাদ তাঁর নিকট থেকে অনেক বিষয়ে জ্ঞানার্জন করেন। শায়খ আবদুল্লাহ বিন ইবরাহীম তাঁকে খুব ভালবাসতেন। তিনি তাঁকে সুশিক্ষিত করে তুলতে প্রাণান্ত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। তাওহীদ ও আক্বীদার ক্ষেত্রে শিক্ষকের চিন্তাধারা ছাত্রের সাথে মিলে

যায়। তাঁরা উভয়েই তদানীন্তন নাজদ ও অন্যান্য স্থানের লোকদের ভ্রান্ত বিশ্বাস ও বাজে আমল দেখে পীড়িত ও মর্মাহত হন। এই মহান শিক্ষকের সাহচর্যে থেকে শায়খ মুহাম্মাদ ইলমী সুধা রসে স্বীয় রসনা পরিভূক্ত করেন।^{১৯}

শায়খ আবদুল্লাহ বিন ইবরাহীম নাজদীর মহন্ত, মর্যাদা এবং জ্ঞান গভীরতা সম্পর্কে স্বয়ং শায়খ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্‌হাব বলেছেন, 'একদা আমি শায়খ আবদুল্লাহ বিন ইবরাহীমের খিদমতে হাযির হ'লাম। তখন তিনি আমাকে সম্বোধন করে বললেন, মাজমা'আবাসীদের জন্য আমি যে অজ্ঞাগার প্রস্তুত করে রেখেছি তা কি তুমি দেখবে? আরম্ভ করলাম, অবশ্যই দেখান ছয়র! তিনি আমাকে সঙ্গে করে এমন একটি গৃহে প্রবেশ করলেন যেখানে বহু প্রস্থের সমাবেশ ছিল। তিনি বললেন, দেখ, আমি তাদের জন্য এই সমস্ত অস্ত্র সংগ্রহ করে রেখেছি'।^{২০}

শায়খ আবদুল্লাহ বিন ইবরাহীমের মাধ্যমে শায়খ মুহাম্মাদ হায়াত সিন্ধীর (মৃতঃ ১১৬৫ হিঃ) সাথে শায়খ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্‌হাবের পরিচয় ঘটে। তিনি সে সময় মদীনার হাদীছ শাস্ত্র বিশারদরূপে সর্বজন স্বীকৃত ছিলেন। শায়খ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্‌হাব তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং দীর্ঘদিন তাঁর খেদমতে অবস্থান করেন।^{২১} মদীনায় শিক্ষা গ্রহণ সমাপ্ত হ'লে শায়খ বছরার উদ্দেশ্যে গমন করেন এবং তথায় কিছুকাল অবস্থান করে সেখানকার কতিপয় আলেমের নিকট জ্ঞানার্জন করেন। তন্মধ্যে শায়খ মুহাম্মাদ আল-মাজমূরীর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁর নিকট আরবী ব্যাকরণ, অভিধান ও হাদীছ শাস্ত্র শিক্ষা করেন। এ সময় তিনি কেবল জ্ঞানার্জন করেই নিবৃত্ত থাকেননি; বরং এর পাশাপাশি শিরক-বিদ'আতের বিরুদ্ধে লেখালেখি পরিচালনা করেন। ফলে নানা অপবাদ দিয়ে তাঁকে সেখান থেকে বহিস্কার করা হয়।^{২২}

উচ্চশিক্ষার্থে তিনি পদব্রজে সিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা হন। কিন্তু পাথেয় স্বল্পতার কারণে সিরিয়ায় না গিয়ে তিনি 'আহসা'য় গমন করেন। আহসায়ে তিনি শায়খ আবদুল্লাহ বিন আবদুল লতীফ শাফেঈ-র নিকট শিক্ষা অর্জন করেন। অতঃপর হুরাইমালায় (নাজদের একটি গ্রাম) প্রত্যাবর্তন করেন। কেননা তার পিতা ইতিপূর্বেই ১১৩৯ হিঃ মোতাবেকে ১৭৩৬ সালে 'উয়ায়না' হ'তে হুরাইমালায় স্থানান্তরিত হয়েছিলেন।^{২৩}

১৫. মাসউদ আলম নাদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩।

১৬. শায়খ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্‌হাব আক্বীদাতুহু আস-সালাফিইয়া ওয়া দা'ওয়াতুহু আল-ইছলামিইয়া ওয়া ছানাতুল ওলামা আলাইহে, পৃঃ ১৫।

১৭. মিন মাশাহীরিল মুজাদ্দিদীন ফিল ইসলাম, পৃঃ ৫৬-৫৭।

১৮. মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্‌হাবঃ দা'ওয়াতুহু ওয়া সীরাতুহু, পৃঃ ২১; মাসউদ আলম নাদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪।

১৯. শায়খ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্‌হাব আক্বীদাতুহু আস-সালাফিইয়া ওয়া দা'ওয়াতুহু আল-ইছলামিইয়া ওয়া ছানাতুল ওলামা আলাইহে, পৃঃ ১৬।

২০. মাসউদ আলম নাদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫; গৃহীতঃ উনওয়ায়ল মাজদ ফী তারীখে নাজদ, পৃঃ ৭।

২১. এ, পৃঃ ১৫; শায়খ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্‌হাব আক্বীদাতুহু আস-সালাফিইয়া ওয়া দা'ওয়াতুহু আল-ইছলামিইয়া ওয়া ছানাতুল ওলামা আলাইহে, পৃঃ ১৬।

২২. শায়খ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্‌হাব আক্বীদাতুহু আস-সালাফিইয়া ওয়া দা'ওয়াতুহু আল-ইছলামিইয়া ওয়া ছানাতুল ওলামা আলাইহে, পৃঃ ১৭।

২৩. এ, পৃঃ ১৭-১৮; মাসউদ আলম নাদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮।

দা'ওয়াতী কার্যক্রম ও সমাজ সংস্কারঃ

সং কাজের আদেশ ও অসং কাজ হ'তে নিষেধ (الامر بالمعروف والنهي عن المنكر) ইসলামী দা'ওয়াতের এক অন্যতম মূলনীতি। শায়খ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহহাব (রহঃ) শৈশবকাল হ'তেই এ মূলনীতির এক মূর্তপ্রতীক ছিলেন। তদানীন্তন সমগ্র আরব উপদ্বীপের চরম দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা প্রত্যক্ষ করে তাঁর হৃদয়-মন কেঁদে উঠত। সর্বত্র শিরক-বিদ'আতের জয়জাকার দৃষ্টে তাওহীদের আলোকপিয়াসী শায়খ মুহাম্মাদ এসবের বিরুদ্ধে দুর্বীর আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। সর্বপ্রথম তিনি 'ইস্তিগাছা'র (আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা) বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠেন। রাসুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কবরের নিকট অজ্ঞ লোকদের অনৈসলামিক তৎপরতা দর্শনে তিনি ধৈর্যচ্যুত হয়ে পড়েন। একদা তিনি হুজুরায় নববীর পার্শ্বে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সম্মুখেই বিদ'আতের বাজার সরগরম ছিল। ইত্যবসরে তাঁর উসতায় মুহাম্মাদ হায়াত সিন্ধী সেখানে আগমন করেন। তিনি তাঁকে সেখানেই জিজ্ঞেস করলেন, এসব লোক সম্পর্কে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি কি? দ্রুত এর উত্তরে তিনি বললেন-

إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَبَرِّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ-

‘বক্তৃতঃ এই লোকগুলি যাতে লিগু রয়েছে সেগুলি বিধস্ত হবে এবং তাদের কাজগুলি নিশ্চয়ই বাতেল’ (আ'রাফ ১৩৯)।^{২৪}

বছরায় অধ্যয়নকালেও তিনি মানুষদেরকে আল্লাহর একত্ববাদের দিকে দা'ওয়াত দেন। তিনি বলেন, ‘সকল মুসলমানের উচিত কুরআন-সুন্নাহ থেকে দ্বীন গ্রহণ করা’। তাওহীদের এ অমোঘ দা'ওয়াত প্রচারের ফলে তিনি বছরায় কতিপয় বদ আলেমের কোপদৃষ্টিতে পড়েন। বিদ'আতীরা তাঁর এবং তাঁর শিক্ষক শায়খ মুহাম্মাদ মাজমুদ-এর উপর অত্যাচারের ষ্টীম রোলার চালায়।^{২৫} শুধু তাই নয় তাঁকে দ্বিপ্রহরের প্রথর রৌদ্রে বছরা থেকে বের করে দেয়া হয়। গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড তাপদাহের মধ্যেই তিনি বছরা ছেড়ে ‘যুবাইর’ নগরীর দিকে রওয়ানা দেন। এ প্রথর রৌদ্রে পদব্রজে চলতে চলতে পিপাসায় ওষ্ঠাগত প্রাণ হয়ে ওঠেন। এ চরম সংকটাপন্ন অবস্থায় মহান আল্লাহর অশেষ রহমতে আবু হুমায়দান নামক এক ব্যক্তি তাঁর পিপাসা নিবারণের ব্যবস্থা করেন এবং একটি গর্দভের পৃষ্ঠে আরোহণ করায়

তাঁকে ‘যুবাইর’ নগরীতে পৌছে দেন।^{২৬}

এ সমস্ত ঘটনা শায়খের দা'ওয়াতী কর্মসূচী ও সমাজ সংস্কারের সূচনামূলক তৎপরতা ছিল। অতঃপর ১১৪৩ হিজরীর দিকে ‘হুরাইমালা’ নগরীতে প্রত্যাবর্তন করে তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ্যে তাওহীদের দা'ওয়াত প্রচার-প্রসারের মাধ্যমে সমাজ সংস্কারে আত্মনিয়োগ করেন।^{২৭} ‘হুরাইমালা’য় তিনি স্বীয় জাতিকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকা, অন্য কারো নামে যবেহ করা, নযর-নিয়ায পেশ করা, কবর, পাথর, গাছপালার কাছে সাহায্য চাওয়া ইত্যাদি ভ্রান্ত বিশ্বাস ও কর্ম পরিহার করে এক আল্লাহর ইবাদতের আহ্বান জানান। এ দা'ওয়াত প্রচারের ফলে সেখানকার মানুষের সাথে তাঁর আকীদাগত দ্বন্দ্ব বেঁধে গেল। এমনকি স্বীয় পিতার সাথেও এসব বিষয়ে তাঁর মতবিরোধ দেখা দিল। কিন্তু তদপুরি শায়খ তাঁর দা'ওয়াতী ও সমাজ সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখলেন। ফলে কিছুসংখ্যক লোক তাঁর অনুসারী হয়ে গেল।

১১৫৩ হিজরীতে স্বীয় পিতার মৃত্যুর পর তাঁর দা'ওয়াতী কার্যক্রম আরো জোরদার হ'ল। তিনি মানুষদেরকে কথা ও কাজে রাসুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিরংকুশ অনুসরণের উদাত্ত আহ্বান জানান।

সে সময় ‘হুরাইমালা’য় দু'টি গোত্র ছিল। উভয় গোত্রই নেতৃত্বের দাবীদার ছিল। তন্মধ্যে এক গোত্রের কিছু দাস ছিল। তারা নগরীতে যাবতীয় অনায়া-অপকর্ম চালাত। শায়খ তাদেরকে এথেকে নিবৃত্ত করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হ'লেন। ঐ দুই দাসেরা শায়খের সংকল্পের কথা জানতে পেরে তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করল।^{২৮}

এহেন পরিস্থিতিতে শায়খ ‘হুরাইমালা’ থেকে স্বীয় জন্মভূমি ‘উয়ায়না’য় প্রত্যাবর্তন করলেন। সে সময় উ'য়ায়নার শাসক ছিলেন ওছমান বিন মুহাম্মাদ বিন মু'আম্মার। শায়খ তাঁর কাছে গেলে তিনি তাঁকে সাদর সম্বাষণ জানান।^{২৯} শায়খ ওছমানকে কুরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত তাঁর সংস্কার আন্দোলনের কথা বিবৃত করেন এবং তাঁকে তাওহীদের মর্মার্থ, তদানীন্তন মানুষের তাওহীবিরোধী আমল ও আকীদার কথা ব্যাখ্যা করে বুঝান। আমীর ওছমান তাঁর দা'ওয়াত গ্রহণ করেন এবং শায়খের দা'ওয়াতী কর্মসূচীকে স্বাগত জানান।^{৩০} ফলে শায়খ পাঠদান, পথ নির্দেশ, আল্লাহর ভালবাসার দিকে আহ্বান ইত্যাকার কর্মকাণ্ডে আত্মনিয়োগ করলেন। এর ফলে ‘উ'য়ায়না’য় তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। পার্শ্ববর্তী

২৬. আহমাদ বিন হাজার, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ১৭।

২৭. আল-মাওসু'আতুল মুয়াসসারাহ ফিল মাযাহিব ওয়াল আদয়ান আল-মু'আছিরাহ, পৃঃ ২৭৩।

২৮. আহমাদ বিন হাজার, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ২১-২২।

২৯. মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহহাবঃ দা'ওয়াতুহ ওয়া সীরাতুহ, পৃঃ ২৪।

৩০. আহমাদ বিন হাজার, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ২২-২৩।

২৪. আহমাদ বিন হাজার, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ১৮-১৯; মাশউদ আলম নাদভী, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ১৯-২০।

২৫. মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহহাবঃ দা'ওয়াতুহ ওয়া সীরাতুহ, পৃঃ ২২।

জনপদসমূহ থেকেও লোকেরা তাঁর কাছে আসতে লাগল। ফলে ক্রমেই তাঁর শিষ্যের সংখ্যা বাড়তে লাগল।^{৩১}

শায়খ ইতিমধ্যে বিদ'আতের কতিপয় আখড়া ভেঙ্গে ফেলার উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং তাতে যথেষ্ট সফলতাও লাভ করেন। সে অঞ্চলে তখন যে কতিপয় বৃক্ষের প্রতি অতিশয় সম্মান প্রদর্শিত হচ্ছিল, শায়খের নির্দেশে সেগুলির মূলোৎপাটন করা হ'ল। য়ায়েদ বিন খাতাব (রাঃ)-এর নামে 'জাবীলা' নামক স্থানে একটি কবর এবং তার উপর একটি গুহজ নির্মিত ছিল, তাও বিধ্বস্ত করা হ'ল।^{৩২} এছাড়া একজন ব্যক্তিচারিণী শায়খের নিকট এসে বেশ কয়েকবার স্বীয় স্বীকারোক্তি প্রদান করে। শায়খ মহিলাটির বিবেক-বুদ্ধি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তাঁকে জানানো হ'ল, মহিলাটি বিবেকসম্পন্ন। মহিলাটি যখন তার স্বীকারোক্তির উপর অবিচল থাকল এবং স্বীয় স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করল না, তখন শায়খ তাকে 'রজম' করার নির্দেশ দিলেন। তাঁর নির্দেশে মহিলাটিকে 'রজম' করা হ'ল। উল্লেখ্য, এ সময় তিনি উ'য়ায়নার কাযী (বিচারক) ছিলেন।^{৩৩}

য়ায়েদ বিন খাতাব (রাঃ)-এর মাযার ধ্বংস, মহিলাটিকে রজমকরণ, তাঁর দা'ওয়াতী কার্যক্রম, 'উ'য়ায়না'য় লোকদের হিজরত ইত্যাদির ফলে শায়খের খ্যাতি চতুর্দিকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ল।^{৩৪} 'আহসা' অঞ্চল ও বনী খালেদ গোত্রের শাসক সুলায়মান বিন মুহাম্মাদের কাছে যখন শায়খের কর্মসূচীর সংবাদ পৌঁছল, তখন সে উ'য়ায়নার শাসক ওছমান বিন মু'আম্মারের কাছে এ মর্মে পত্র প্রেরণ করল-

إِن المَطْوَع الذی عندک. قد فعل ما فعل، وقال ما قال، فإذا وصلک کتابی فاقتله، فإن لم تقتله، قطعنا عنک خراجک الذی عندنا فی الاحساء

'তোমার নিকট যে মৌলভী অবস্থান করছে সে যা করেছে করেছে এবং যা বলেছে বলেছে। তোমার নিকট আমার এই পত্র পৌঁছা মাত্রই তাকে হত্যা করবে। আর যদি না কর, তবে 'আহসা' থেকে প্রেরিত কর বন্ধ করে দেব'।

এ হুমকীর দরূপ আমীর ওছমান 'আহসা'র শাসকের বিরোধিতার ভয়ে ভীত হয়ে শায়খকে নগরী ছেড়ে চলে যাবার নির্দেশ দিলেন। ফলে শায়খ পদব্রজে শহর থেকে বেরিয়ে পড়লেন। তাঁর পেছনে পেছনে একজন সৈন্য পথ

চলছিল। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপদাহে শায়খের কাছে একটি মাত্র পাখা ছিল। ইবনে মু'আম্মারের নির্দেশ হেতু সৈন্যটি শায়খকে হত্যা করতে উদ্যত হ'লে ভয়ে তার হস্ত প্রকম্পিত হয়ে উঠল। মহান আল্লাহ সৈন্যটির অনিষ্ট থেকে শায়খকে রক্ষা করলেন। পথিমধ্যে শায়খ সর্বদা এই আয়াত পাঠ করছিলেন-

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ-

'যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার জন্য পথ বের করে দেন এবং তাঁকে এমনভাবে রিযিক দেন যে সে টেরও পায় না' (তালাক্ব ২-৩)।^{৩৫}

যাহোক, শায়খ ১১৫৮ হিজরীতে আছরের সময় 'দিরঈইয়া'তে আবদুর রহমান বিন সুওয়াইলাম ও তার চাচাত ভাই আহমাদ বিন সুওয়াইলাম-এর বাড়ীতে অবতরণ করেন।^{৩৬} ইবনু সুওয়াইলাম আমীর মুহাম্মাদ বিন সউদ-এর ভয়ে ভীত হয়ে পড়লেন। কিন্তু শায়খ তাকে সাবুনা দিলেন।^{৩৭} ইবনু সুওয়াইলামের গৃহে অবস্থান করার সঙ্গে সঙ্গে তা তাওহীদী আন্দোলনের কেন্দ্রে পরিণত হয়ে গেল। জনসাধারণ গোপনে তথায় আগমন করে শায়খের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করতে লাগল। আলেম সমাজ বিশেষভাবে উপকৃত হ'তে লাগল।^{৩৮}

আমীর মুহাম্মাদ বিন সউদ স্বীয় স্ত্রীর মাধ্যমে শায়খের কথা জানতে পেরে তাঁর কাছে যান এবং আলাপ-আলোচনা করেন।^{৩৯} শায়খ তাকে তাঁর আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলি (যথা- কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর তাৎপর্য, আমর বিল মা'রুফ, নাহি আনিল মুনকার ও জিহাদ) সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন, নাজদবাসীদের অন্যায় সম্পর্কে আমীরকে অবহিত করেন এবং তাদের সংশোধনের প্রতি তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করেন। শায়খের তেজোদৃষ্টি ভাষণে আমীর বিমুগ্ধ-বিমোহিত হয়ে যান।^{৪০} আমীর শায়খকে দু'টি শর্ত দেন। যথা-

১. আল্লাহ যদি বিজয় দান করেন, তবে শায়খ তাঁকে পরিত্যাগ করবেন না।

২. ফসল তোলার সময় দিরঈইয়াবাসীর নিকট থেকে যে কর আদায় করা হয় তাতে তিনি বাধা দিবেন না।

৩৫. আহমাদ বিন হাজার, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ২৩।

৩৬. তদেব, পৃঃ ২৪।

৩৭. তদেব।

৩৮. মাসউদ আলম নাদভী, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ৩২।

৩৯. মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহহাবঃ দা'ওয়াতুহ ওয়া সীরাতুহ, পৃঃ ৩২-৩৩।

৪০. মাসউদ আলম নাদভী, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ৩৩।

৩১. মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহহাবঃ দা'ওয়াতুহ ওয়া সীরাতুহ, পৃঃ ২৪।

৩২. মাসউদ আলম নাদভী, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ২৫।

৩৩. মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহহাবঃ দা'ওয়াতুহ ওয়া সীরাতুহ, পৃঃ ২৯-৩০।

৩৪. তদেব, পৃঃ ৩০।

উত্তরে শায়খ বললেন, প্রথম শর্তের ব্যাপারে আমার বক্তব্য হচ্ছে- **الدم بالدم والهدم بالهدم** অর্থাৎ আমাদের ভাল-মন্দ ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকল। আর দ্বিতীয় শর্ত সম্পর্কে আমার বক্তব্য হচ্ছে- আল্লাহ আপনাকে বিজয়ী করলে গনীমতের এত সম্পদ পাবেন যে, এই কর ধার্যের কোন প্রয়োজনই হবে না।^{৪১}

অতঃপর আমীর শায়খের হাতে বায়'আত গ্রহণ করে আমার বিল মা'রুফ ও নাহি আনিল মুনকার-এর দায়িত্ব পালনের প্রতিজ্ঞা করলেন এবং নিজেও কিতাব ও সুন্নাহ মোতাবেক জীবন যাপনের জন্য তৈরী হ'লেন।^{৪২}

'দিরঈয়া'য় শায়খের পাঠদান ও দা'ওয়াতের কথা শুনে উ'য়ায়না, আরাফা, মানফুহা, রিয়ায ও পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সেখানে দলে দলে জনতার ঢল নামল। শায়খ সেখানে আকীদাহ, তাফসীর, হাদীছ, মুহতলাহুল হাদীছ, ফিকুহ, উছুলে ফিকুহ, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষার্থীদেরকে পাঠদান করতে থাকলেন। তাঁর দরসের স্বচ্ছ ঋণাধারা থেকে জ্ঞান-পিপাসা নিবৃত্ত করার জন্য ক্রমেই ছাত্র সংখ্যা বাড়তে থাকল। দরসে যুবক ও অন্যান্য শ্রেণীর লোক অংশগ্রহণ করতে লাগল। তিনি সাধারণ ও

বিশেষ শিক্ষার্থীদের জন্য পৃথক পৃথক পাঠদানের ব্যবস্থা করলেন। এভাবে ইলমে ধীন প্রচার-প্রসারের মাধ্যমে দিরঈয়ায় দা'ওয়াত ও সমাজ সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখলেন।^{৪৩} অতঃপর নাজদের বিভিন্ন এলাকার শাসক ও কাযীদেরকে পত্র প্রেরণ করে শিরক ও শঠতা পরিত্যাগ করতঃ আনুগত্যের জন্য আহ্বান জানালেন। তাঁর দা'ওয়াত কেউ গ্রহণ করল, কেউ প্রত্যাখ্যান করল, কেউবা যাদুকের প্রভৃতি বলে ঠাট্টা-বিত্রপ করল। কিন্তু আল্লাহর পথের দাঈর দা'ওয়াতী কর্মকাণ্ডের পথে এসব অপবাদ কোনই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারল না। শায়খ দিবা-রাত্রি পূর্ণ উদ্যোগে দা'ওয়াতী কর্মসূচী অবিরাম গতিতে চালিয়ে যেতে থাকলেন।^{৪৪}

ফলে দিরঈয়ায় ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠিত হ'ল। যার আমীর হ'লেন মুহাম্মাদ বিন সউদ এবং পথনির্দেশক হ'লেন মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্‌হাব। এভাবে দা'ওয়াত ও জিহাদের ফলে নাজদের সমস্ত অঞ্চলে ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠিত হ'ল।^{৪৫}

[চলবে]

৪১. আহমাদ বিন হাজার, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ২৪-২৫।

৪২. মাসউদ আলম নাদভী, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ৩৪।

৪৩. মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্‌হাবঃ দা'ওয়াতুহ ওয়া সীরাতুহ, পৃঃ ৩৪-৩৫।

৪৪. আহমাদ বিন হাজার, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ২৬।

৪৫. মিন মাশাহীরিল মুজাদ্দিদীন ফিল ইসলাম, পৃঃ ৭৭।

রাজশাহী শহরে যে সব স্থানে আত-তাহরীক পাওয়া যায়

১. হাদীছ ফাউন্ডেশন লাইব্রেরী, কাজলা, রাজশাহী।
২. রোকেয়া বই ঘর, স্টেশন বাজার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
৩. রেলওয়ে বুক ষ্টল, রেলস্টেশন, রাজশাহী।
৪. বই বীথি, জামান সুপার মার্কেট, রাজশাহী।
৫. ফরিদের পত্রিকার দোকান, গণকপাড়া, (রূপালী ব্যাংকের নীচে) রাজশাহী।
৬. কুরআন মজিল লাইব্রেরী, কাসিম বিল্ডিং সাহেব বাজার (সমবায় মার্কেটের বিপরীতে)।
৭. ন্যাশনাল লাইব্রেরী (সমবায় মার্কেটের পূর্ব দিকে)।
৮. ইসলামিয়া লাইব্রেরী, সাহেব বাজার, রাজশাহী

খান হোটেল এন্ড রেফ্রিগেট

[ইসরাতে আশ্রম খান হোটেল]

নিজস্ব তৈরী দৈ-মিষ্টি, বিরিয়ানী, তেহারী, পোলাও-মাংস, মাছ-ভাত ও যাবতীয় তেলে ভাজা খাবারের অনন্য প্রতিষ্ঠান। অর্ডার অনুযায়ী যেকোন অনুষ্ঠানে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে খাবার সরবরাহ করা হয়।

আমাদের কোথাও কোন শাখা নেই

বিমান বন্দর রোড, রেলগেট, গৌরহাঙ্গা
গোড়ামারা, রাজশাহী-৬১০০
ফোনঃ ৭৭৪৬০৫, মোবাইলঃ ০১৭৮১৯৩৭৫

অসম চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছি। তারা এখন তাদের স্বার্থে গ্যাস রপ্তানীর জন্য আমাদের উপর অযাচিত চাপ সৃষ্টি করছে। আমরা তাদের এ চাপের কাছে নতি স্বীকার না করলে তাদের পক্ষে আমাদের সরকার পরিবর্তনের জন্য আক্রমণ চালানোর কথা বর্তমান প্রেক্ষাপটে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এ এক ভয়াবহ সম্ভাবনা (তদেব, ১২ মার্চ ২০০৩)।

ইরাকের তেল সম্পদই ইরাকের বিপদ ডেকে এনেছে। যেমনটি একদিন আমাদের সম্পদ ডেকে এনেছিল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দস্যুদের। এখানে একটি উদাহরণ পেশ করা যেতে পারে। গ্রামের এক মধ্যবিত্ত পরিবারের সুন্দরী মেয়ের উপর লোলুপ দৃষ্টি পড়ে পাশের গ্রামের এক ধনী সন্তানের। সে যে কোন প্রকারে হোক ঐ সুন্দরী মেয়েকে পেতে চায়। এ মেয়েই গোটা পরিবারের জন্য বিপদ ডেকে আনে। নানান অজুহাতে ধনীর সন্তান সেই মধ্যবিত্ত পরিবারের সাধের সংসারকে তছনছ করে সুন্দরীকে নিয়ে সগর্বে প্রস্থান করে। প্রাণের ভয়ে পার্শ্ববর্তীরা কেউ তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে না।

আমরা এখন একবিংশ শতাব্দীর নানা প্রকার চ্যালেঞ্জের কথা শুনি। এই শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ আসলে যে সাম্রাজ্যবাদ বিজ্ঞ মানুষেরা সে কথা বলেন না। সাম্রাজ্যবাদ যে কেমন লোভী ও নৃশংস সে সত্যই উন্মোচিত হ'ল। ইরাকের অপরাধ সেখানে তেল আছে। তাই সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়া। সাম্রাজ্যবাদীরা বাণিজ্যের মধ্য দিয়ে বিশ্বকে তখাকথিত বিশ্বধামে পরিণত করেছে। কিন্তু তাতে সে সন্তুষ্ট নয়, তার আরো চাই। এখন তাই সরাসরি আগ্রাসনে নেমেছে। আফগানিস্তান দখল করেছে, ইরাক দখল করল। পরবর্তী টার্গেট ইরান। বাংলাদেশের মাটির নীচেও সামান্য কিছু গ্যাস ও তেল রয়েছে। তার উপর ঐ নেকড়ের চোখ পড়েছে। আমাদের জন্যও বিপদ আছে (তদেব, ২৮ মার্চ ২০০৩)।

এখন নামে ও বেনামে অধিকাংশ দেশেই ৪র্থ যামানা অর্থাৎ জবরদখলদারী শাসকদের যামানা চলছে। গণতন্ত্রের নামে দলীয় স্বৈরাচার ও নেতৃত্বের লড়াই এখন ঘরে ঘরে ও অফিসের চার দেয়ালের মধ্যেও প্রবেশ করেছে। ন্যায়নীতি ও ন্যায়বিচার সবকিছুই এ যুগে শক্তিমানদের একচ্ছত্র অধিকারে। জাহেলী যুগের গোত্রবদ্ধ এখন নগ্ন রাজনৈতিক দলীয় দ্বন্দ্ব রূপ লাভ করেছে। বিশ্বব্যাপী যালেমদের জয় জয়কার চলছে, মাযলুম মানবতা ভুলুপ্তি হচ্ছে সর্বত্র। পুঁজিবাদ, সমাজবাদ ও গণতন্ত্রের অত্যাচারে অতিষ্ঠ মানবতা আজ ব্যাকুল হয়ে চেয়ে আছে এক সর্বব্যাপী রেনেসাঁর দিকে। পূর্ণাঙ্গ সমাজ বিপ্লবের দিকে। একটি নির্ভেজাল আদর্শ ও তার নির্ভেজাল অনুসারীদের দিকে। সেই আদর্শ আর কিছুই নয় সে হ'ল ইসলাম (ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, উদাত আহবান, পৃঃ ১৪)। আল্লাহ পাক আমাদের জিরাতুল মুস্তাক্কীমের উপর চলার তৌফীক দিন। আমীন!

মনসীবি চিত্রিত

বিপ্লবী সমাজ সংস্কারক মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহহাব নাজদী (রহঃ)

নূরুল ইসলাম*

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

শায়খের সংস্কার আন্দোলনের নামঃ

মূলতঃ বিপ্লবী মুজাদ্দিদ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহহাব (রহঃ)-এর সংস্কার আন্দোলনের নাম الدَّعْوَةُ السَّلَفِيَّةُ বা 'সালাফী দা'ওয়াত বা আন্দোলন'। আর এর অনুসারীদেরকে বলা হয় السَّلَفِيُّونَ বা 'সালাফী'।^{৪৬} কিন্তু শিরক-বিদ'আত মুক্ত অবিমিশ্র নির্ভেজাল তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত এই আন্দোলন থেকে লোকজনকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য 'এটি ইসলামের প্রধান চার মাযহাব বিরোধী মাযহাব' এ ধোঁয়া তুলে তুর্কী ও ইউরোপীয় দোসররা এই আন্দোলনকে 'ওহাবী' আন্দোলন রূপে চিত্রিত করে।^{৪৭} এ সম্পর্কে Religion in the Middle East গ্রন্থে যথার্থই বলা হয়েছে-

"The name Wahhabi was given to the followers of shaykh Muhammad b. Abd al-wahhab by Muslim opponents who feared the revolutionary power of his appeal.... Western writers long ago borrowed the name wahhabi and gave it currency..."^{৪৮}

শুধু তাই নয় এ আন্দোলনের প্রতি মুসলমানদের ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টির জন্যে একে চরম ইসলাম বিরোধী বলে প্রচারণা চালানো হয়েছে। এমনকি 'ওহাবী' শব্দটিকে ইতিহাসে একটা গালি হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।^{৪৯}

উল্লেখ্য, আরব দেশের নিয়মানুযায়ী পুত্রের নামের সাথে পিতার নাম যুক্ত থাকে। উল্লেখিত আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতার নাম মুহাম্মাদ। আর তাঁর পিতার নাম আব্দুল ওয়াহহাব। ইংরেজদের কারসাজিতে ছেলের পরিবর্তে বাপের নামেই ইতিহাস তৈরী হয়েছে।^{৫০} তারা এ আন্দোলনের নাম

* বি.এ (সম্মান), ২য় বর্ষ, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

৪৬. হালাতুদ্দীন মাকবুল আহমাদ, দা'ওয়াত শায়খিল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ওয়া আছারুহা ফিল হারাকা-তিল ইসলামিয়া আল-মু'আছিরাহ (জোপাবাই, নয়াদিরীঃ মাজমাউল বুহূ আল-ইলমিয়া আল-ইসলামিয়া, ১৪১২ হিঃ/১৯৯২ খৃঃ), পৃঃ ৫১।

৪৭. তদেব; ওহাবী আন্দোলন, পৃঃ ৭৯।

৪৮. Religion in the Middle East, Edited by: A.J. Arberry (London: Cambridge University Press, 1976), Vol. 2, P. 270.

৪৯. আব্বাস আলী খান, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০০), পৃঃ ২৩৩।

৫০. গোলাম আহমাদ মোতজা, চেপে রাখা ইতিহাস (বর্ধমানঃ বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন, ৮ম মুদ্রণঃ ২০০০), পৃঃ ২০৯।

মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ৯ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ৯ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ৯ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ৯ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ৯ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ৯ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ৯ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ৯ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ৯ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ৯ম সংখ্যা

দিয়েছে 'ওহাবী'। এটা আরবী ব্যাকরণের নিয়মেরও বিপরীত। কারণ আরবী ব্যাকরণের নিয়মানুযায়ী যদি এ আন্দোলনকে এর প্রতিষ্ঠাতার দিকে সম্পৃক্ত করা হয় তবে এ আন্দোলনের নাম দাঁড়ায় 'মুহাম্মাদী'। বলা বাহুল্য যে, পৃথিবীতে 'ওহাবী আন্দোলন' বলে কোন আন্দোলনের অস্তিত্ব নেই। এটা ইংরেজদের একটা অপপ্রচার মাত্র। সুতরাং এ সংক্রান্ত গোলকর্থা দূর হওয়া অত্যাাবশ্যক।

আন্দোলনের উদ্দেশ্যঃ

শিরক-বিদ'আত ও কুসংস্কার বর্জিত প্রথম যুগের স্বচ্ছ, নির্মল ও নির্ভেজাল ইসলাম ফিরিয়ে আনা এবং একটি ইসলামী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্‌হাব (রহঃ) প্রতিষ্ঠিত 'সালাফী আন্দোলন'-এর উদ্দেশ্য।^{৫১}

এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমেরিকান ঐতিহাসিক Lothrop Stoddard বলেন, 'ওহাবী আন্দোলন একটি অনাবিল সংস্কার আন্দোলন ব্যতীত আর কিছুই নয়। অলৌকিকতার সংশোধন, সকল প্রকার সন্দেহ ও কুসংস্কারের নিরসন, কুরআনের মধ্যযুগীয় প্রক্ষিপ্ত তাফসীর ও নবাবিকৃত টীকা-টিপ্পনীর প্রতিবাদ, বিদ'আত ও ওলীগণের পূজার নিবৃত্তি সাধন এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য। মোটকথা উহা ইসলামের প্রাথমিক ও মৌলিক শিক্ষা এবং তার সারাংশের দিকে প্রত্যাবর্তনের নাম'।^{৫২}

জার্মান ঐতিহাসিক Hanskohn বলেন, "The Wahabi movement is in every sense a return to the original principles of Islam. It sought to keep away heathen abuses and introduce pure monotheism. It proved a stimulating and vitalising force amongst Mahomedans and it aimed not only to the establishment of theocratic Mahomedan states reverting to the earliest tradition of the Islam, but at the sametime it was hostile to European influences".

অর্থাৎ 'সকল দিক দিয়ে ইসলামের মৌলিক নীতি সমূহের দিকে প্রত্যাবর্তনের নাম হচ্ছে ওহাবী আন্দোলন। ইহা শিরকের পাপকে বর্জন করে অবিমিশ্র তাওহীদ বলবৎ করতে শিক্ষা দিয়ে থাকে। এ আন্দোলন মুসলমানদেরকে শক্তিসম্পন্ন ও সজীবিত করে তোলার প্রেরণা স্বরূপ প্রমাণিত হয়েছে। ইসলামের সনাতন ব্যবস্থার ভিত্তিতে একটি ধর্মীয় রাজত্ব গঠন করাই এই আন্দোলনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না, পক্ষান্তরে ইহা ইউরোপীয় প্রভাবের প্রতিও বিদ্রিষ্ট ছিল'।^{৫৩}

৫১. দা'ওয়াতু শায়খিল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া, পৃঃ ৫০; হাকীকাতু দা'ওয়াতিশ শায়খ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্‌হাব, পৃঃ ২২।

৫২. হাযেরুল আলাম আল-ইসলামী ১/২৬৪ পৃঃ।

৫৩. মাসিক তজ্জমানুল হাদীছ, ঢাকা, ৩য় বর্ষ, ৯-১০ সংখ্যা, যুলক্বাদা ও যুলহিজ্জা ১৩৭১ হিঃ, পৃঃ ৩৮২।

'উদ্দেশ্য ও প্রক্রিয়ার দিক থেকে এ আন্দোলন সপ্তম শতাব্দীতে হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) কর্তৃক পরিচালিত আন্দোলনের সাথে এমন সাদৃশ্যমূলক যে, কেউ কেউ একে ইসলামের দ্বিতীয় আবির্ভাব বলে বিবেচনা করে'।^{৫৪}

আন্দোলনের উৎসঃ

শায়খ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্‌হাব (রহঃ) স্বীয় দা'ওয়াতী কার্যক্রম ও সমাজ সংস্কারে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসের উপর নির্ভর করেছেন। যথাঃ

১. কুরআন মাজীদ (২) হাদীছে নববী (৩) ছাহাবী, তাবঈ ও তৎপরবর্তী পুণ্যাত্মা বিশেষ করে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া ও হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম আল-জাওযিহিয়া (রহঃ) এর আছার-এর উপর।^{৫৫}

শায়খ-এর আন্দোলনে ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহঃ)-এর প্রভাবঃ

হিজরী দ্বাদশ শতকে মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্‌হাব (রহঃ)-এর সংস্কার আন্দোলন ছিল ৭ম ও ৮ম শতকে প্রকাশিত ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহঃ)-এর দা'ওয়াতের সম্প্রসারিত রূপ। আত্বায়েদ ও আহকাম বিষয়ক ইসলামের মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্য হওয়ায় তিনি ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহঃ)-এর দ্বারা প্রভাবিত হন। এ সম্পর্কে মুহাম্মাদ যিয়াউদ্দীন রীস বলেন-

وإبن تيمية هو الاستاذ المباشر لابن عبد الوهاب، وإن فصل بينهما أربعة قرون - فقد قرأ كتبه، وتأثر كل التأثر بتعاليمه-

অর্থাৎ 'ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহঃ) মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্‌হাব (রহঃ)-এর প্রত্যক্ষ শিক্ষক। যদিও উভয়ের মাঝে চার যুগের ব্যবধান। তিনি ইমাম ইবনু তাইমিয়ার গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করেন এবং তাঁর শিক্ষা দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রভাবিত হন'।^{৫৬}

Incyclopaedia Britannica-তে বলা হয়েছে, "The teaching of Ul-Wahhab was founded on that of Ibn Taimyya". অর্থাৎ 'মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্‌হাব

৫৪. ইয়াহুয়া আরমাজানী, মধ্যপ্রাচ্য অতীত ও বর্তমান, মূলঃ Middle East Past and Present, মুহাম্মাদ ইনাম-উল-হক অনুদিত (ঢাকাঃ জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০০০), পৃঃ ২৬০।

৫৫. ডঃ মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ সালমান, প্রবন্ধঃ হাকীকাতু দা'ওয়াতিশ শায়খ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্‌হাব ওয়া আছারুহা ফিল আলামিল ইসলামী, মাজাল্লাতুল বুহুছ আল-ইসলামিয়া, দারুল ইফতা, রিয়ায, সউদী আরব, ২১তম সংখ্যা, রবীউল আউয়াল-জামাদিউল আখেরাহ ১৪০৮ হিঃ, পৃঃ ১২৭-১২৮।

৫৬. দা'ওয়াতু শায়খিল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া, পৃঃ ৫১, ৫৩।

(রহঃ)-এর শিক্ষা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ)-এর শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল'।^{৫৭}

মিসরীয় পণ্ডিত শায়খ আবু যুহরা বলেন, 'তিনি ইমাম ইবনু তাইমিয়ার রচনাবলী অধ্যয়ন করেন। ফলে তাঁর চিন্তাধারা পরিচ্ছন্ন হয় এবং তিনি সেসব রচনাবলীর গভীরে প্রবেশ করে সেগুলিকে চিন্তাধারার পরিমণ্ডল (حيز النظر) থেকে বের করে বাস্তব আমলের পরিমণ্ডলে (حيز العمل) নিয়ে আসেন'।^{৫৮}

আরেকজন মিসরীয় পণ্ডিত আহমাদ আমীন তাঁর বিখ্যাত ফকান ইমামে, ومرشده، -فكان إماماً للصالح وباعث تفكيره، والموحى إليه بالاجتهاد، والدعوة إلى الإصلاح-

অর্থাৎ 'ইমাম ইবনু তাইমিয়া মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্‌হাব-এর ইমাম, পথনির্দেশক, তাঁর চিন্তাধারার উদ্দীপক এবং ইজতিহাদ ও সমাজ সংস্কারের আহ্বানের অনুপ্রেরণাদাতা ছিলেন'।^{৫৯}

ফ্রান্সের জনৈক পণ্ডিত আধুনিক ভাষাশৈলীর মাধ্যমে ইমাম ইবনু তাইমিয়া ও মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্‌হাব (রহঃ)-এর মধ্যে এভাবে সম্পর্ক নির্দেশ করেছেন, 'ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহঃ) ভূমিতে মাইন স্থাপন করে গেছেন। উহার কিয়দংশ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্‌হাব বিক্ষোণন করেন এবং কিয়দংশ এখনো অবিক্ষোণিত রয়ে গেছে'।^{৬০}

আন্দোলনের বিস্তৃতিঃ

মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্‌হাব (রহঃ) প্রবর্তিত 'সালাফী আন্দোলন' নাজদের গণ্ডি পেরিয়ে ইসলামী বিশ্বে এক প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে। ক্রমেই তা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের দাঈগণ এ আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হন। আয-যিরাকলী তাঁর 'أَلْعَلَمُ' গ্রন্থে বলেন-

وكانت دعوته الشعلة الاولى لليقظة الحديثة في العالم الإسلامي كله، تأثر بها رجال الإصلاح، في الهند، ومصر، والعراق، والشام، وغيرها-

'সমগ্র ইসলামী বিশ্বে আধুনিক নবজাগরণের জন্য তাঁর দা'ওয়াত ছিল প্রথম অগ্নিস্কুলিঙ্গ। উহার দ্বারা ভারত,

৫৭. Encyclopaedia Britannica, vol. 28. p. 245. গৃহীতঃ মাসিক তজ্জমানুল হাদীছ, প্রাপ্তক, পৃঃ ৩৮৩।

৫৮. মুহাম্মাদ আহমাদ আবু যুহরা, আল-মাযাহিরুল ইসলামিয়া (মিসরঃ ওয়াহ্‌হাব তারবিয়াহ ওয়াত-তা'লীম, তাবি), পৃঃ ৩৫১।

৫৯. দা'ওয়াত শায়খিল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া, পৃঃ ৫৩।

৬০. তদেব, পৃঃ ৫৪।

মিসর, ইরাক, সিরিয়া প্রভৃতি স্থানের সংস্কারকগণ প্রভাবিত হন'।^{৬১}

আবদুল করীম আল-খাতীব বলেন,

والذى لاشك فيه، أن الدعوة الوهابية، كانت أشبه بالقذيفة الصارخة، تنفجر في جوف الليل والناس نيام- كانت صوتاً راعداً أيقظ المجتمع الإسلامي كله، وأزعج طائر النوم المحوم على أوطانهم منذ أمد بعيدا-

'নিঃসন্দেহে ওহাবী আন্দোলন গভীর রাতে মানুষ নিদ্রাগ্রস্ত থাকা অবস্থায় ক্ষেপণাস্ত্র বিক্ষোণনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এ আন্দোলন ছিল প্রচণ্ড বজ্রধ্বনি, যা সমগ্র ইসলামী সমাজকে জাগিয়ে দেয় এবং দীর্ঘদিন ধরে তাদের দেশে ভর করা ঘুমের উড়ন্ত পাখিকে উত্তেজিত করে তোলে'।^{৬২}

এ সংস্কার আন্দোলন ইয়ামন, কাতার, বাহরাইন, আশ্মানের উত্তর-দক্ষিণ অঞ্চল, ইরাক, ভারত, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপ, তুরস্ক, চীনের ফালেসু বেলা, মিসর, লিবিয়া, আলজেরিয়া, সূদান, আফ্রিকার পশ্চিমাঞ্চল, নাইজেরিয়া প্রভৃতি স্থানে ছড়িয়ে পড়ে।^{৬৩} এ আন্দোলনের প্রভাবে ভারতে সৈয়দ আহমাদ শহীদেব নেতৃত্বে মুজাহিদ আন্দোলন, বাংলাদেশে হাজী শরীফুল্লাহর নেতৃত্বে 'ফারায়েরী আন্দোলন', চীনে 'ইখওয়ান' আন্দোলন, মিসরে 'জামঈয়াতু আনছারিস সুন্নাহ আল-মুহাম্মাদিয়া' আন্দোলন, লিবিয়ায় সনৌসী আন্দোলন, আলজেরিয়ায় 'জামঈয়াতুল ওলামা আল-মুসলিমীন আল-জাযায়েরিইয়ীন' আন্দোলন, সূদানে 'মাহদী আন্দোলন' (الحركة المهدية),^{৬৪} সূদান থেকে নাইজেরিয়া পর্যন্ত

বিস্তৃত এলাকার ফুলানী আন্দোলন, ইন্দোনেশিয়ার পাদুর ও মুহাম্মাদিয়া আন্দোলন, সিরিয়ার সালাফী আন্দোলন প্রভৃতি আন্দোলনের উন্মেষ ঘটে।^{৬৫}

মোন্ধাকথা, হিজরী ত্রয়োদশ শতকে আরব বিশ্ব, ভারত, আফ্রিকা ও অন্যান্য স্থানে যেসব সংস্কার আন্দোলন গড়ে ওঠে তা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্‌হাব (রহঃ)-এর সংস্কার আন্দোলনের কাছে চির ঋণী একথা বললে অত্যুক্তি হবে না।^{৬৬}

৬১. আহমাদ বিন হাজার, শায়খ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্‌হাবঃ আকীদাতুল আস-সালাফিয়া ওয়া দা'ওয়াতুল আল-ইছলাহিয়া ওয়া হানাউল ওলামা আলাইহে, পৃঃ ৯৮।

৬২. তদেব, পৃঃ ১০১।

৬৩. মাজাল্লাতুল বুহুহ আল-ইসলামিয়া, প্রাপ্তক, পৃঃ ১৪৩-১৪৯।

৬৪. হাকীকতু দা'ওয়াত শায়খ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্‌হাব, পৃঃ ৫৫-৫২।

৬৫. Dr. Muin-ud-din Ahmad khan, Article: "Religious Reform Movements of the Muslims" History of Bangladesh, Vol-3, Social and Cultural History, Edited by: Sirajul Islam (Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 1992), P. 280.

৬৬. দা'ওয়াত শায়খিল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া, পৃঃ ৫৫।

পৃথিবীব্যাপী আন্দোলন বিস্তৃতির উল্লেখযোগ্য কারণঃ

১. দা'ওয়াতের প্রকৃতি ও এর মূলনীতিগুলির সহজাত প্রবৃত্তির সাথে সামঞ্জস্যশীলতা।

২. মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্‌হাব (রহঃ)-এর ঈমানী শক্তি এবং আন্দোলন প্রচার-প্রসারে তাঁর অমিত ত্যাগ ও চূড়ান্ত প্রচেষ্টা।

৩. আন্দোলনের রাজনৈতিক শক্তি অর্থাৎ এ আন্দোলনকে সফলতার স্বর্ণ শিখরে পৌছাতে আলে সউদের জান-মাল কুরবান।

৪. এ আন্দোলন প্রচার-প্রসার ও প্রতিষ্ঠার জন্য নিরন্তর উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে আন্দোলনের দাঈগণের কর্মপ্রচেষ্টা।

৫. হজ্জ মওসুমে আন্দোলনের মূলনীতি প্রচার।

৬. ব্যক্তিগতভাবে এ আন্দোলনের অনুসারীদের সাথে অন্যদের অথবা সউদী আরবের সাথে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রসমূহের বাণিজ্যিক সম্পর্ক। এ সম্পর্ক এ আন্দোলন প্রসারে বিরাট ভূমিকা পালন করে।^{৬৭}

আন্দোলনের ফলাফলঃ

শায়খ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্‌হাব (রহঃ) প্রবর্তিত 'সালাফী আন্দোলন' ছিল সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলন। এ আন্দোলনের ফলে নাজদ থেকে শিরক-বিদ'আত সমূলে উৎপাটিত হয়ে সেখানে নির্ভেজাল তাওহীদের মৃদুমন্দ বায়ু প্রবাহিত হয়। মানুষ আবার কুরআন-সুন্নাহর সহজ-সরল পথে ফিরে আসে। তাওহীদের ঝলমল আলোয় উদ্ভাসিত হয় তাদের চিন্তা-চেতনা। শায়খের দা'ওয়াতের পূর্বে নাজদবাসীরা বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত ছিল। শায়খের দা'ওয়াত তাদেরকে কুরআন-সুন্নাহর অনুসারী এক শাসকের পতাকা তলে সমবেত করে। তারা এমন মুর্থ ও নির্বোধ ছিল যে, গাছপালা ও গুহার শক্তিতে বিশ্বাসী ছিল। শায়খ তাদের মাঝে তাওহীদের দা'ওয়াত প্রচার ও প্রসারের ফলে এসব ভ্রান্ত আকীদাহ বিদূরিত হয়। কালক্রমে 'দিরঈয়াহ' নগরী পরিণত হয় জ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দুতে। নাজদ, ইয়ামন, হেজাজ, আরব উপসাগর প্রভৃতি স্থান থেকে সেখানে শিক্ষার্থীরা ছুটে আসে। সেখানকার সকল শ্রেণীর মাঝে দ্বীনের জ্ঞান ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি ঐতিহাসিকরা বলছেন, أصبح الراعى يرعى المواشى فى الفياضى، ولوح التعليم فى عنقه-

অর্থাৎ 'মরুভূমিতে রাখাল গবাদিপশু চরানো অবস্থায় তার কাধে পড়ার স্টেট বহন করতে থাকে'।

৬৭. মাজাল্লাতুল বুহুছ আল-ইসলামিয়া, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ১৪১-১৪২।

নাজদের সর্বত্র শান্তি-শৃঙ্খলা-নিরাপত্তা ফিরে আসে। এমনকি পথচারী ও আরোহী ব্যক্তিগণ অটেল সম্পত্তি নিয়ে দীর্ঘ সফরে রাত-দিন পথ পাড়ি দিলেও তাদের সম্পদ হিনতাইয়ের কোন ভয় থাকত না।^{৬৮} আল্লামা শাওকানী (রহঃ) তাইতো বলেছেন-

لقد اشرقت نجد بنور ضيائه × وقام مقامات الهدى باللائل

অর্থাৎ 'তাঁর দা'ওয়াতের আলোতে নাজদ আলোকিত হয়ে উঠল এবং তিনি দলীল-প্রমাণসহ হেদায়াতের পথে দণ্ডায়মান হ'লেন'।^{৬৯}

তাঁর দা'ওয়াত ও সমাজ সংস্কারের ফলে আলে সউদের নেতৃত্বে সউদী আরবে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়।^{৭০} তাঁর আন্দোলনের ফলেই বর্তমান সউদী আরবে মৌলিক ইসলামী নীতি বিরোধী কোন কার্যকলাপ মোটেই নেই।^{৭১}

শায়খের চিন্তাধারা ও আকীদাঃ

১. শায়খ ফিক্‌হের ব্যবহারিক বিষয়ে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)-এর অনুসরণ করতেন। কিন্তু হাম্বলী মাযহাবের বিরুদ্ধে কোন ছহীহ হাদীছ পেলে হাদীছের উপর আমল করা হ'তে তাঁকে কোন শক্তিই বিরত রাখতে পারত না। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেন-

إذا بان لنا سنة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عملنا بها ولا نقدم عليها قول أحد كائن من كان-

অর্থাৎ 'যদি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কোন বিশুদ্ধ সুন্নাহ আমাদের নিকট প্রতিপন্ন হয়ে যায়, তবে আমরা তারই অনুসরণ করে থাকি এবং তার উপর অন্য কারো মতামতকে অগ্রাধিকার দেই না'।^{৭২} এ উক্তি দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, তিনি কারো তাক্বলীদ করতেন না; বরং দলীলের ভিত্তিতে যা প্রমাণিত হ'ত তাই গ্রহণ করতেন।

২. শায়খ এটা ভালভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন যে, মুসলমানদের মূল ইসলাম থেকে বিচ্যুতির কারণ হ'ল কুরআন-সুন্নাহ বিমুখ হয়ে পরবর্তী আলেমগণের গ্রন্থসমূহ নিয়ে ব্যস্ত থাকা।^{৭৩} এজন্য ৬৫৬ হিজরীতে বাগদাদ ধ্বংসের পর দীর্ঘদিন ইজতিহাদের দ্বার অবরুদ্ধ থাকার পর পুনরায় সে দ্বার উন্মুক্ত করার তিনি উদাত্ত আস্থান

৬৮. আহমাদ বিন হাজার, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ৭৫-৭৬।

৬৯. তদেব, পৃঃ ৮৪।

৭০. মিন মাশাহীরিল মুজাদ্দিদীন ফিল ইসলাম, পৃঃ ৮১।

৭১. দেওয়ান মোহাম্মাদ আজরফ, ইসলামী আন্দোলন যুগে যুগে (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় প্রকাশঃ জুন ১৯৯৫), পৃঃ ৪৮।

৭২. মাসউদ আলুম নাদভী, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ১৬১।

৭৩. হাকীকাতু দা'ওয়াতিশ শায়খ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্‌হাব, পৃঃ ৩৬।

জানান।^{৭৪} এ সম্পর্কে ‘ওহাবী আন্দোলন’ গ্রন্থে বলা হয়েছে, ‘তিনি ছিলেন ইজতিহাদের প্রধান সমর্থক। কুরআন ও হাদীছের শিক্ষা বা নির্দেশের প্রত্যক্ষ বিপরীত বা পরিপন্থী না হ’লে যুগ ও পরিবেশের কারণে সমস্যার সমাধান ইজতিহাদের বলে হওয়া উচিত, এ প্রত্যয়ে তিনি সুদৃঢ় ছিলেন’।^{৭৫}

৩. তিনি কিতাব-সুন্নাহর দিকে প্রত্যাবর্তনের আবশ্যকতা এবং স্পষ্ট দলীল ব্যতীত আক্বীদাগত কোন বিষয় গ্রহণ না করার আবশ্যকতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

৪. দলীল বুঝা ও গ্রহণের ব্যাপারে তিনি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের রীতি-নীতির উপর নির্ভরশীল ছিলেন।

৫. ইসলামের প্রথম যুগের নির্ভেজাল ও নিষ্কলুষ তাওহীদ বুঝার জন্য তিনি মুসলমানদেরকে উদাত্ত আহ্বান জানান।

৬. আল্লাহর পবিত্র নাম ও গুণাবলীকে কোনরূপ সাদৃশ্য প্রদান (تمثيل), ধরণ বা প্রকৃতি নির্ণয় (تكيف) ও অপব্যাখ্যা (تاويل) ছাড়াই আল্লাহ ও তদীয় রাসূল (ছাঃ) যেভাবে সাব্যস্ত করেছেন সেভাবেই সাব্যস্ত করা।

৭. ‘তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং ভ্রাতৃত্ব থেকে বিরত থাক’ (নাহল ৩৬)। তাওহীদে ইবাদত বা উলূহিয়ার এ মর্মকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা।

৮. জিহাদের আবশ্যকতাকে পুনরুজ্জীবিত করা।^{৭৬}

৯. শায়খের দৃষ্টিতে দ্বীনের মধ্যে নবাবিষ্কৃত বস্তুই বিদ‘আত। যেমন- আযানের পর উচ্চৈঃস্বরে রাসূল (ছাঃ)-এর উপর দরুদ পাঠ করা, ঈদে মীলাদুন্নবী উদযাপন করা, রাসূল (ছাঃ)-এর সম্মানের (جاء النبی) দ্বারা অসীলা গ্রহণ করা অথবা তাঁর নামে কসম করা ইত্যাদি।^{৭৭}

১০. তিনি কবর পাকা করা, উহাকে বস্ত্রাবৃত করা, আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিদ‘আত থেকে বিরত থাকার উদাত্ত আহ্বান জানান।^{৭৮}

১১. শিরক-বিদ‘আত বিবর্জিত নির্ভেজাল তাওহীদ ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর আন্দোলনের উদ্দেশ্য।

মোদাকথা, শায়খ-এর আক্বীদা ছিল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের আক্বীদা। তিনি কুরআন-সুন্নাহকে সর্বোচ্চ অধিকার প্রদান করতেন। তাক্বীদ বা অন্ধ অনুসরণকে হারাম জ্ঞান করতেন। আল্লাহর নাম ও গুণাবলী সংক্রান্ত আয়াতগুলিকে উহার প্রকাশ্য অর্থে গ্রহণ করতেন। যেমন

তিনি নিজেই বলেছেন-

وطريقتنا طريقة السلف وهي انا نقرأیات الصفات واحاديثها على ظاهرها-

অর্থাৎ ‘আমাদের পথ হচ্ছে সা-নাফে ছালেহীনের পথ। আর তা হচ্ছে আমরা আল্লাহর গুণাবলী সংক্রান্ত আয়াত ও হাদীছগুলিকে উহার প্রকাশ্য অর্থে স্বীকৃতি দেই’।^{৭৯}

জ্ঞান-গরিমা ও গুণাবলীঃ

শায়খ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্‌হাব (রহঃ) ছিলেন সুন্নাহর পুরুজ্জীবন দানকারী, বিদ‘আত নাশকারী (قامع)

(البدعة), তাফসীর, হাদীছ, ফিক্বহ, উছুলে ফিক্বহ, নাহ্,

ছরফ, ইলমে বায়ান, ইসলামী আক্বায়েদ প্রভৃতি বিষয়ের বিশেষজ্ঞ। তিনি ছিলেন ধৈর্যশীল, বিনয়ী, আলেমগণের সম্মানকারী। ইলমে দ্বীন শিক্ষার্থীদেরকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসতেন এবং তাদের জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করতেন। তাওহীদ, তাফসীর, হাদীছ, ফিক্বহ, উছুলে ফিক্বহ প্রভৃতি বিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি প্রত্যেক দিন একাধিক দরসে বসতেন। সর্বদা ইবাদত-বন্দেগী ও যিকর-আযকারে ব্যস্ত থাকতেন।^{৮০} এককথায় একজন মুত্তাক্বী বান্দার মধ্যে যেসব গুণাবলী বিদ্যমান থাকা আবশ্যিক, তার সবগুলিই তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল।

রচনাবলীঃ

শায়খ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্‌হাব (রহঃ) কেবল একজন দাঈ, সমাজ সংস্কারক, আলেমে দ্বীন, শিক্ষক ছিলেন তাই নয়; বরং একজন লেখকও ছিলেন। আক্বীদা, তাফসীর, হাদীছ, তাওহীদ প্রভৃতি বিষয়ে তিনি অনেকগুলি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে নিম্নে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হ’লঃ

কিতাবুত তাওহীদ, আত-ভ্রাতৃত্বঃ মা‘নাছ ওয়া রুউসু আনওয়ায়িহি, ফাযলুল ইসলাম, কিতাবুল কাবায়ির, কাশফুশ শুবহাত, মাসায়িলুল জাহিলিয়া, আন-নেফাক্বঃ আকসামুহ ওয়া ছিফাতুল মুমিনীন, নাওয়াকিয়ুল ইসলাম, আহকামুর রিদ্বাহ, আদাবুল মাশয়ি ইলাছ-ছালাত, আছ-ছালাতঃ গুরুত্বহা ওয়া আরকানুহা ওয়া ওয়াজিবাতুহা, মুখতাছার সীরাতির রাসূল (ছাঃ) প্রভৃতি।^{৮১}

৭৯. মিন মাশাহীরিল মুজাদ্দিীন ফিল ইসলাম, পৃঃ ৭৮।

৮০. আহমাদ বিন হাজার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮।

৮১. ডঃ আহমাদ মুহাম্মাদ আয-যুবাইব, আছারুশ শায়খ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্‌হাব (রিয়ায: আল-মাতাবিউল আহলিয়া লিল-অফসেত, ১৩৯৭ হিঃ/১৯৭৭ খৃঃ), পৃঃ ৩৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৫৩, ৫৬, ৫৮, ১১১, ১১৪, ১৫৫।

৭৪. আল-মাওসু‘আতুল মুয়াসসারাহ, পৃঃ ২৭৬।

৭৫. ওহাবী আন্দোলন, পৃঃ ৮১।

৭৬. আল-মাওসু‘আতুল মুয়াসসারাহ, পৃঃ ২৭৬।

৭৭. মাজাল্লাতুল বুহুছ আল-ইসলামিয়া, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৪।

৭৮. আল-মাওসু‘আতুল মুয়াসসারাহ, পৃঃ ২৭৬।

ইস্টেকালঃ

দীর্ঘ ৫০ বৎসরব্যাপী সংস্কার আন্দোলন পরিচালনার পর ১২০৬ হিজরীর ২৯ শাওয়াল মোতাবেক ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে^{৮২} পঁচানব্বই বছর বয়সে শায়খুল ইসলাম মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্‌হাব ইস্তেকাল করেন।^{৮৩}

তাঁর মৃত্যুতে অনেকে মর্মস্পর্শী শোকগাঁথা রচনা করেছেন। ইমাম শাওকানী (রহঃ) এক শোকগাঁথায় বলেন-

لقد مات طود العلم قطب رعى العلا × ومركز ادوار الفحول الافاضل

ومات علوم الدين طرا بموته × وغيب وجه الحق تحت الجنادل

অনুবাদঃ ইলমের উচ্চ পর্বত, পেষণযন্ত্রের মেরু এবং জ্ঞানী-গুণীদের আবর্তনের কেন্দ্র মারা গেছে। তাঁর মৃত্যুতে য্বীনের যাবতীয় ইলম মরে গেছে এবং প্রস্তরের নীচে সত্যের চেহারা মুবারক অদৃশ্য হয়ে গেছে।

অনুরূপভাবে ঐতিহাসিক ইবনু গাল্লাম বলেন-

لقد كشفت شمس المعارف والهدى × فسالت دماء في الحدود وأدمع

إمام أصيب الناس طرا بفقدته × وطاف بهم خطب من البين موجع

وأظلم أرجاء البلاد بموته × وحل بهم كرب من الحزن مفتح

অনুবাদঃ (তাঁর মৃত্যুতে) জ্ঞান ও হেদায়াতের সূর্য যেন নিপ্ত হয়ে পড়েছে। তাই অন্ধের ধারায় গাল বেয়ে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে। তিনি এমন নেতা যাকে হারানোর বেদনা সকল মানুষ অনুভব করেছে এবং তাঁকে হারানোর বেদনা যেন তাদেরকে আবর্তন করেছে। তাঁর মৃত্যুতে নগরী যেন অন্ধকার হয়ে গেছে এবং তাদের উপর বিপদের বীভৎসতা নেমে এসেছে।^{৮৪}

উপসংহারঃ

পরিশেষে বলা যায়, মুসলিম উম্মাহর এক দুঃসঙ্কীর্ণণে মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্‌হাব (রহঃ) নিখাদ তাওহীদের মর্মে উজ্জীবিত হয়ে যাবতীয় শিরক-বিদ'আত পরিহার করে কুরআন-সুন্নাহর সহজ-সরল পথে ফিরে আসার জন্য মানুষকে উদাত্ত আহ্বান জানান। এ সম্পর্কে Worldmark Encyclopedia of the Nation's গ্রন্থে যথার্থই বলা হয়েছে, "He urged a return to the true faith of the prophet in a period when idolatry and laxity of

morals were rampant"^{৮৫} কবরপূজা, পীরপূজার নামে সমাজে যেসব গর্হিত প্রথা প্রচলিত ছিল তার বিরুদ্ধে তিনি দুর্বীর আন্দোলন গড়ে তোলেন। এসবের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন আপোষহীন। Everymans Encyclopaedia গ্রন্থে বলা হয়েছে- "Ibn Abd al-Wahhab was no exception; anything remotely resembling the worship of saints was condemned".^{৮৬}

একমাত্র আল্লাহর ইবাদতই প্রকৃত ইবাদত (Only the worship of God was true worship)^{৮৭} এ মন্ত্রে তিনি ছিলেন সদা উজ্জীবিত।

সমাজ সংস্কারের দুর্গম কণ্টকাকীর্ণ পথের তিনি ছিলেন এক অতন্ত্র প্রহরী। ইস্পাত কঠিন ঈমানী দৃঢ়তা ও হিমাদ্রির ন্যায় আকাশছোঁয়া অবিচলতার মাধ্যমে এ দুর্গম পথের শত বাধা-বিপত্তি মোকাবিলা করে তিনি সমাজে তাওহীদের মর্মবাণী প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। অথচ এমন একজন তাওহীদবাদী সমাজ সংস্কারককে একশ্রেণীর মুসলমান মাহযাবী গোড়ামীবশতঃ কাফের, বিদ'আতী, ফাসেক (?) ইত্যাদি অপবাদ দিয়ে থাকেন। সুযোগ পেলেই তারা শিরক-বিদ'আতমুক্ত অবিমিশ্র নির্ভেজাল তাওহীদী আন্দোলনকে 'ওহাবী' বলে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে জনসমাজে হয়ে প্রতিপন্ন করার ব্যর্থ অপপ্রয়াস চালায়। তারা নাজদের নাম শুনলে নাক সিটকায়। বুখারী শরীফের একটি হাদীছের প্রকৃত মর্ম অনুধাবন না করা এর অন্যতম কারণ। হাদীছটি হচ্ছে- একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দো'আ করলেন যে, হে আল্লাহ! আমাদের সিরিয়ায় বরকত নাযিল কর, আমাদের ইয়ামনে বরকত নাযিল কর। ছাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের নাজদে? তিনি পুনরায় বললেন, হে আল্লাহ! আমাদের সিরিয়ায় বরকত নাযিল কর, আমাদের ইয়ামনে বরকত নাযিল কর। ছাহাবায়ে কেরাম আবার বললেন, আমাদের নাজদে? বর্ণনাকারী (আবদুল্লাহ বিন ওমর) বলেন, আমার ধারণা তিনি

هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان, তথায় ভূমিকম্প হবে, ফিতনার সৃষ্টি হবে এবং শয়তানের শক্তি সঞ্চয়ের উপকরণ প্রকাশিত হবে, যেখানে শয়তান পরাক্রান্ত হয়ে উঠবে।^{৮৮}

উল্লেখ্য, ইমাম বুখারী 'ফিতান' অধ্যায়ের 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উক্তিঃ পূর্ব দিক হতে ফিতনার সৃষ্টি হবে' শীর্ষক অনুচ্ছেদে পরপর তিনটি হাদীছ উদ্ধৃত করেছেন। প্রথম হাদীছে (নং ৭০৯২) এসেছে, তিনি মসজিদে নববীর

৮২. George Rentz, Article: "Wahhabism and Saudi Arabia" The Arabian Peninsula Society and Politics, Edited by: Derek Hopwood (London: George Allen and Unwin LTD, 1972), P. 58.

৮৩. মুহাম্মাদ রিখা নাজল, কিতাবু আদওয়ারি ইলমিল ফিক্‌হ ওয়া আতওয়ারিহি (বৈরুতঃ দারুশ শাহরা, ১৩৯৯ হিঃ/১৯৭৯ খৃঃ) পৃঃ ২৪১; হাযেরুল আলাম আল-ইসলামী ৪/১৬২ পৃঃ; মাসউদ আলম নাদভী, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ৪৫।

৮৪. আহমাদ বিন হাজার, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ৮৪, ৮৫।

৮৫. Worldmark Encyclopedia of the Nation's, Asia and Australasia (New York: Worldmark press, INC, 1965), P. 294.

৮৬. Everyman's Encyclopaedia (London: J.M. Dent and Sons LTD, 5th edition 1967), Vol. 1, P. 354.

৮৭. Worldmark Encyclopedia of the Nation's, P. 294.

৮৮. বুখারী হা/৭০৯৪ 'ফিতান' অধ্যায়, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উক্তিঃ পূর্ব দিক হতে ফিতনার সৃষ্টি হবে' অনুচ্ছেদ।

মিশরের পার্শ্বে (إلى جنب المنبر) দাঁড়িয়ে বললেন, এ দিক হ'তে ফেতনার সৃষ্টি হবে (দু'বার), যেখানে শয়তানের শক্তি সঞ্চয়ের উপকরণ প্রকাশিত হবে। অন্য হাদীছে এসেছে, মিশরের উপর (على المنبر)।^{৮৯} দ্বিতীয় হাদীছটি (নং ৭০৯৩) আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে পূর্ব দিকে মুখ করে مستقبل (مستقبل) বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন, 'সাবধান! ফিতনা (পূর্ব দিক হ'তে) সৃষ্টি হবে, যেখান থেকে শয়তানের শক্তি সঞ্চয়ের উপকরণ প্রকাশিত হবে'। মুসলিম শরীফেও পূর্ব দিকে মুখ করে مستقبل (مستقبل) কথাটি এসেছে।^{৯০} সুতরাং উল্লেখিত হাদীছগুলি দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে, যে নাজদ হ'তে প্রথম ফিতনার উদ্ভব ঘটবে তা মদীনার পূর্ব দিকে ইরাকে অবস্থিত। আল্লামা খাতাবী বলেছেন, نجد من جهة المشرق ومن كان بالمدينة كان نجده بادية

العراق ونواحيها وهي مشرق اهل المدينة-পূর্ব দিকের নাজদ। যারা মদীনার অধিবাসী তাদের 'নাজদ' (উচ্চ ভূমি বা মালভূমি) হ'ল ইরাক ও উহার পার্শ্ববর্তী মরুভূমি। আর তা হ'ল মদীনাবাসীদের পূর্ব দিক'।^{৯১}

হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) উল্লেখ করেছেন, সে সময় পূর্বাঞ্চলের লোক কাফের ছিল। তাই রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ফিতনা সেই দিক থেকেই সৃষ্টি হবে। তিনি যেমনটি বলেছেন পরবর্তীতে তেমনটিই সংঘটিত হয়েছে। কারণ ওছমান (রাঃ)-এর হত্যার সবচেয়ে বড় কারণ ছিল তার গভর্ণরদের উপর (জনগণের) অপবাদ বা দোষারোপ। তাদের দোষ প্রকাশিত হওয়ার পরও তাদেরকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখার জন্য ওছমান (রাঃ)-কে জনগণ দোষারোপ করে। ফলে ইসলামের প্রথম ফিতনা ওছমান (রাঃ)-এর হত্যার সূচনা প্রথম ইরাক থেকেই হয়েছিল। এর ফলে মুসলমানদের মধ্যে দলাদলির সৃষ্টি হয়, যা শয়তানকে আনন্দে উদ্বেল করে তোলে। অনুরূপভাবে পূর্ব দিক থেকেই বিদ'আতের সূচনা হয়।^{৯২}

পূর্বোক্ত আলোচনা দ্বারা ইহা দিবালাকের ন্যায় স্পষ্ট প্রমাণিত হচ্ছে যে, হাদীছে উল্লেখিত নাজদ মদীনার পূর্ব দিকে ইরাকে অবস্থিত। এরপরেও কি আমাদের নাক সিটকানি বন্ধ হবে না?

(সমাপ্ত)

৮৯. ইবনু হাজার আসক্বালানী, ফাতহুল বারী (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়া, প্রথম সংস্করণঃ ১৪১০ হিঃ/১৯৮৯ খৃঃ), ১৩ খণ্ড, পৃঃ ৫৭, হা/৭০৯২-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।

৯০. তদেব।

৯১. তদেব, ১৩/৫৮ পৃঃ, হা/৭০৯৪-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

৯২. তদেব, ১৩/৫৮ ও ১৬ পৃঃ, হা/৭০৯৪ ও ৭০৬০-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য, 'ফিতান' অধ্যায়।

নবীনদের পাতা

সমাজের নীল দর্পণ

গোলাম কিবরিয়া*

সময় তার ঘণ্টা বাজায়। কিন্তু আমরা পার্থিব কাজে এতটাই ব্যস্ত থাকি যে, আমাদের কর্ণকুহরে যেন সে ঘণ্টাধ্বনি পৌছতে চায় না। সময়ের এ ত্রি-সীমানায় কত যে ঘটনা আমাদের এ ব্যস্ত জীবনে ঘটে তার কোন ইয়ত্তা নেই। আমরা যদি আমাদের সমাজের ভিতরের স্বরূপটা গভীর মনোনিবেশে একবার অবলোকন করি তাহ'লে তাতে কতটা আবর্জনা জমেছে, তা যৎকিঞ্চিৎ হ'লেও অনুমান করতে সক্ষম হব। বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে সংক্ষিপ্তাকারে বর্তমান সমাজের কিছু ইসলাম বিরোধী চিত্র তুলে ধরার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

আজ দেখা যায় সন্তান স্বীয় পিতাকে সালাম প্রদান করে না। শিক্ষককে দেখে ছাত্র নিজেইকে আড়াল করে নেয়। যুবতী মেয়ে অপরিচিত তরুণকে নিয়ে দ্বিধাহীনভাবে জমিয়ে গল্প করে। বর্তমানে যে যেভাবে পারছে জাতীয় সম্পদ লুট করে বড়লোক হচ্ছে। দেশের সর্বত্র সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়েছে। জাতীয় দৈনিকের প্রধান শিরোনাম দখল করেছে আজ 'সন্ত্রাস'।

আজকাল সত্য কথা বললে প্রাণপ্রিয় বন্ধু ও শত্রুতে পরিণত হয়। আত্মবিশ্বাসই এখন আত্মবিশ্বাস ভঙ্গের মূল কারণ। একজন মুসলমানের দিনের শুরু যেখানে মহান আল্লাহর স্মরণের মাধ্যমে হওয়া উচিত, সেখানে বিজাতীয় সংস্কৃতির তীব্র ঝংকারে আমরা আমাদের দিবসের সূচনা করি। ছালাত ও তেলাওয়াতের পরিবর্তে আমরা 'বেড টি'-র মত নোংরা প্রথার প্রচলন করছি। আজকাল গরীব-নিঃস্বরা দু'বেলা খেতে পায় না। সম্পদশালীরা তাদের মালের যাকাত আদায় করে না। বিত্তশালীরা আকাশচুম্বী ইমারত তৈরির প্রতিযোগিতায় মহাব্যস্ত। সমাজে ঘৃষের প্রবণতা যারপর নেই বৃদ্ধি পেয়েছে। গরীবের মাল শোষণ করা ব্যতীত ঘৃষ খোরের উদর পূর্তি হয় না। আজ ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়াগুলি বিশ্বময় অশ্লীলতার সয়লাব করে চলেছে। অধুনা মিডিয়াগুলির প্রায় সবগুলিই ইসলাম বিদ্বেষীদের নিয়ন্ত্রণে থাকায় তারা বাধাহীনভাবে যা খুশী তাই প্রচার করে যাচ্ছে। রাত গভীর হওয়ার সাথে সাথে মিডিয়াগুলিও গভীর অশ্লীলতায় মেতে উঠে। আজ পাপ করতে মানুষের হৃদয় সামান্যতম প্রকম্পিত হয় না। অবিরাম পাপে ডুবে থাকার কারণে মানুষ পাপ-পুণ্যের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে না।

রাজধানী ঢাকার দিকে একটু দৃষ্টি ফিরাই। সেখানে প্রকাশ্য দিবালাকে মানুষ খুন হচ্ছে। মানুষ ও পাখি হত্যার মধ্যে

* গ্রামঃ চাটাইডুবী, পোঃ ইসলামপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।